ইউনিট ২

সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান

ভূমিকা

সমাজকল্যাণ কোন মৌলিক বিজ্ঞান নয়। একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। মানুষের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান করে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্যে যে জ্ঞান প্রয়োজন, তার অধিকাংশই সমাজকল্যাণ আহরণ করেছে অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে। তাই সমাজকল্যাণের সাথে অনান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। এই সম্পর্কের কথা লক্ষ্য রেখেই বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডাবলিও,এ,ফ্রীডল্যান্ডার বলেছেন, সমাজকর্ম এর জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, মনোচিকিৎসা, নৃ-তত্ত্ব, জীববিদ্যা, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র থেকে আহরণ করে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিজস্ব একটি বিজ্ঞান গড়ে তুলেছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে সমাজকল্যাণ সামাজিক বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। কারণ সমাজকল্যাণ সমাজ এবং এর সদস্য হিসেবে মানুষকে নিয়ে তাদের কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করে। আবার সমাজকল্যাণ মানবকল্যাণ নিয়ে শুধু আলোচনাই করে না, আহরিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের চেষ্টাও করে। সুতরাং সমাজকল্যাণকে তার বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান বলা যায়। এই হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সব শাখার সাথে সমাজকল্যাণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল -

পাঠ-২.১ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজবিজ্ঞান
পাঠ-২.২ ঃ সমাজকল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞান
পাঠ-২.৩ ঃ সমাজকল্যাণ ও মনোবিজ্ঞান
পাঠ-২.৪ ঃ সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি
পাঠ-২.৫ ঃ সমাজকল্যাণ ও পৌরনীতি
পাঠ-২.৬ ঃ সমাজকল্যাণে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব।

পাঠ-২.১ ঃ সমাজকল্যাণ ও সমাজবিজ্ঞান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ সমাজবিজ্ঞান কি সে সম্পর্কে বলতে পারবেন

☞ সমাজবিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণে সম্পর্ক কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজকল্যাণ ও সমাজবিজ্ঞান

সমাজকল্যাণ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। মানুষের জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান করে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। অর্থাৎ সমাজকল্যাণ শুধু জ্ঞান অর্জনই করে না বরং সমাজ ও মানুষের কল্যাণে সেই জ্ঞানকে প্রয়োগও করে। অধ্যাপক ফ্রীডল্যান্ডার বলেছেন, সমাজকল্যাণ সমাজসেবা ও প্রতিষ্ঠানের এমন এক সুসংগঠিত পদ্ধতি যা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এক বাঞ্ছিত জীবনমান এবং সামাজিক সম্পর্ক লাভে সাহায্য করে, তাদের পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশে সাহায্য করে এবং পরিবার ও সমষ্টির প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উন্নতি লাভে সহায়তা করে। অর্থাৎ সমাজকল্যাণ মানুষের দৈহিক মানসিক ও সামাজিক কল্যাণ সাধন করে। এজন্যই জি. উইলসন সমাজকল্যাণকে বলেছেন, মানুষের সংগঠিত প্রচেষ্টা। যে প্রচেষ্টার সাহায্যে মানুষের হাজারো সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞান হল সমাজ সম্পর্কিত বিজ্ঞান। সমাজের কাঠামো, সামাজিক সংগঠন সামাজিক কার্যাবলী, পরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। এছাড়া সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের আচরণ, তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সম্পর্ক, পরিণতি প্রভৃতিও সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এজন্যে সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকইভার বলেছেন যে, সমাজবিজ্ঞানই একমাত্র বিজ্ঞান যা সমাজ ও সামাজিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করে। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে থাকে।

সুতরাং দেখা যায় যে, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ উভয়েই সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এবং সমাজের উন্নয়নে লক্ষ্যে কাজ করে।

প্রথমত ঃ সমাজবিজ্ঞান ও সমাজ কল্যাণ উভয়েরই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অভিন্ন। সমাজবিজ্ঞান সমাজ ও মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে জ্ঞান উদ্ভাবন ও আহরণ করে থাকে। আর সমাজকল্যাণ সেই আহরিত জ্ঞানকে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রেও সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মধ্যে যথেষ্ট মিল দৃষ্টিগোচর হয়। স্বতন্ত্র একটি বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের যুগে সমাজকল্যাণের উদ্ভবও হয়েছে একই ধরনের পরিস্থিতিতে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে নগরায়নের জটিল সমস্যা সমাধানের প্রেক্ষাপটে।

তৃতীয়ত ঃ সমাজকল্যাণ এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা সামাজিক সমস্যা সমাধান করে সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সহায়তা করে। এ লক্ষ্য অর্জনের সাফল্য লাভের জন্যে সমাজকল্যাণ সমাজ, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি-মূল্যবোধ, কাঠামো- এসব বিষয়ে সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে আগ্রহী থাকে। আর এ ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে।

চতুর্থত ঃ সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্বগত বিজ্ঞান। সমাজ এর কাঠামো, কার্যাবলী, বিভিন্ন সমস্যা, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি-মূল্যবোধ প্রভৃতি সম্পর্কে তত্ত্বগত আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান। অন্যদিকে এই তত্ত্বগত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করে সমাজকল্যাণ। সমাজকল্যাণ ব্যবহারিক বিজ্ঞান।

তবে উভয় বিজ্ঞান পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় আবদ্ধ থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

প্রথমত ঃ সমাজবিজ্ঞান একটি সামাজিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞান অর্জনের দিকে বেশী আগ্রহী। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ ব্যবহারিক বিজ্ঞান, সে প্রায়োগিক দিক নিয়ে বেশী ব্যস্ত।

দ্বিতীয়ত ঃ সামাজিক বিজ্ঞান একটি মৌলিক বিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞানের উৎস আর সমাজকল্যাণ একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ সমাজবিজ্ঞানের আওতা সমাজকল্যাণের চেয়ে বেশী ব্যাপক ও বিস্তৃত। কারণ সমাজবিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান। এর বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট সমাজ ও তার বিভিন্ন দিক। একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে যেয়ে এবং জ্ঞান অর্জনের সচেষ্ট থেকে সমাজবিজ্ঞান তার গভীরতা বৃদ্ধি করতে পেরেছে। যে কারণে বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানের বহু শাখা প্রশাখা দেখা যায়। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে গভীরতা অর্জনে সচেষ্ট হয়নি বরং সমাজ ও মানব কল্যাণেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

তবে সমাজকল্যাণ ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল বটে। একটি বিজ্ঞান জ্ঞান আহরণ করে, অপরটি মানব কল্যাণে তা প্রয়োগ করে। সমাজকল্যাণ সমাজের সমস্যার সমাধানকল্পে ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে এবং এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান থেকে সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন এবং ব্যবহার করে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

সমাজকল্যাণের সাথে সমাজবিজ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রদান করে; আর সমাজের মঙ্গলে সমাজকল্যাণ ঐ জ্ঞান ব্যবহার করে। তবে সমাজবিজ্ঞান হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান, পাশাপাশি সমাজকল্যাণ হচ্ছে সামাজিক প্রযুক্তি বা অনুশীলন। তবে উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে বিবেচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন-

১. সমাজকল্যাণ একটি —— বিজ্ঞান।

২. সমাজকল্যাণ হলো মানুষের —— প্রচেষ্টা।

৩. সমাজবিজ্ঞান সমাজকে পূর্ণাঙ্গভাবে —— ও —— করে।

৪. সমাজবিজ্ঞান জ্ঞান —— করে আর সমাজকল্যাণ তা —— করে।

উত্তরমালা (শূণ্যস্থান)

১. ব্যবহারিক ২. সংগঠিত ৩. ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ৪. আহরণ, প্রয়োগ

পাঠ-২.২ ঃ সমাজকল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ নৃ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে পারবেন-

☞ সমাজকল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজ কল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞানের

সমাজকল্যাণ একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান। এর নির্দিষ্ট কোন দিক নেই, বরং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করে সে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং পরবর্তীতে মানব ও সমাজের কল্যাণার্থে তা প্রয়োগ করে। সমাজকল্যাণের লক্ষ্যই হল মানুষের কল্যাণ। এই লক্ষ্য পূরণে তাকে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান থেকে বিশেষ করে সাহায্য সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। মানব কল্যাণই সমাজকল্যাণের প্রথম উদ্দেশ্য। অন্যদিকে নৃ-বিজ্ঞান শাব্দিক অর্থে মানব বিজ্ঞান। নৃ-বিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ এসেছে গ্রীক দুইটি শব্দ থেকে। যার শাব্দিক অর্থ মানুষ ও বিজ্ঞান। অর্থাৎ মানব-বিজ্ঞান। সুতরাং মানুষের জন্ম-ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ নিয়ে যে সামাজিক বিজ্ঞান আলোচনা করে, তাই নৃ-বিজ্ঞান।

নৃ-বিজ্ঞান মানুষের উৎপত্তি, তার দৈহিক আকার-আকৃতি, তার সংস্কৃতি, তার রীতি-নীতি মুল্যবোধ, আদর্শ প্রর্ভুতি নিয়ে আলোচনা করে। শুধু মানুষ নয়, মানুষের পরিবেশ, তার সমাজ এবং পরিবেশ ও সমাজের মানুষের আচরণ, তার ব্যক্তিত্ব প্রভূতি বিষয় নিয়েও নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে। এছাড়া সমাজে বসবাসরত মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ *ণের জন্য* সকল সমাজেই বিভিন্ন আদর্শ, মুল্যবোধ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান কার্যকর থাকে। এগুলোও নৃ-বিজ্ঞানের আওতাধীন।

এদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমাজকল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞান বিষয় বস্তু একই অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষ এবং মানব সমাজ। নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের দৈহিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য, দৈহিক গঠন ও বৈশিষ্ট্যের উপর মানুষের আচরণ বহুলাংশে নির্ভর করে। এছাড়াও সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরও নির্ভর করে মানুষের দৈনিক গঠন ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষের চারিত্রিক এবং দৈহিক এসব বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে সামাজিক চরিত্র, সমাজের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা। আর যেহেতু সমাজকল্যাণ সামাজিক মানুষের কল্যাণ সাধন করতে চায়, তাই সমাজকর্মীদের দরকার মানব চরিত্রের এসব দিকগুলো সম্পর্কে জানা। অর্থা এদিক থেকে নৃ-বিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণের মূল বিষয়বস্তু একই প্রকৃতির।

জনকল্যাণ সাধনে সমাজকল্যাণ সব সময় বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা ও কর্মসুচী প্রণয়নকরে থাকে এবং পরিকল্পনা বাস্ত বায়নের জন্য সচেষ্ট থাকে। এদিক দিয়ে নৃ-বিজ্ঞান পরিকল্পনা প্রণয়নের সাহায্য করে। কারণ বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে সমাজে বিদ্যামন আদর্শ, মুল্যবোধ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে এবং বিষয়গুলো সম্পর্কে না জানা থাকলে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন। আর এক্ষেত্রে নৃ-বিজ্ঞান সাহায্য করে। কারণ নৃ-বিজ্ঞান এ বিষয়গুলো সম্পর্কেই আলোচনা করে। সুতরাং এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞান সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

তবে দুইটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে প্রচুর। নৃ-বিজ্ঞান মানব জীবনের ইতিহাস এবং মানুষের উৎপত্তি, তার ক্রমবিকাশ- অর্থাৎ অতীত নিয়েই বেশী ব্যস্ত। অন্য দিকে সমাজকল্যাণ মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে চিন্তা করে বেশী। কিভাবে মানুষ কল্যাণমুখী সমাজ ও উন্নত জীবন গড়ে তুলতে পারে সমাজকল্যাণ সে লক্ষ্যে কাজ করে। সমাজ জীবনের সার্বিক দিক নিয়ে সমাজকল্যাণ গবেষণা করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এদিক দিয়ে নৃ-বিজ্ঞানের চেয়ে সমাজকল্যাণের আওতা ব্যাপক। তবে উভয় বিজ্ঞানেরই মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষ। মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যেই সমাজকল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞান কাজ করে থাকে।

সার - সংক্ষেপ

নৃ-বিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে । আবার এদের মধ্যে অমিলও রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে নৃ-বিজ্ঞান মানুষের অতীত অবস্থা নিয়ে কাজ করে। মানুষের দৈহিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক দিকের ব্যাখ্যা দেয় নৃ-বিজ্ঞান, আর সমাজকল্যাণ মানবসেবায় ঐ জ্ঞান প্রয়োগ করে থাকে। সম্প্রতি ব্যবহারিক নৃ-বিজ্ঞানের উন্মেষ একে সমাজকল্যাণের সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.২

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. সমাজকল্যাণ একটি —

ক. প্রায়োগিক বিজ্ঞান খ. মৌলিক বিজ্ঞান গ. মৌলিক ফলিত বিজ্ঞান

২. নৃ-বিজ্ঞানের শাব্দিক অর্থ হল -

ক. জনবিজ্ঞান খ. মানববিজ্ঞান গ. প্রাণিবিজ্ঞান

৩. নৃ-বিজ্ঞানের আওতাভূক্ত বিষয় হলো -

ক. অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় খ. সমাজ কাঠামো গ. আদর্শ, মূল্যবোধ

৪. সমাজকল্যাণ ও নৃ-বিজ্ঞান উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় হল -

ক. প্রাণি খ. সমাজ গ. মানুষ

৫. নৃ-বিজ্ঞানের চেয়ে সমাজ কল্যাণের আওতা

ক. ব্যাপক খ. সংকীর্ণ গ. সমান।

উত্তরামালা

১. ক. প্রায়োগিক বিজ্ঞান ২. খ. মানববিজ্ঞান ৩. গ. আদর্শ, মূল্যবোধ

৪. গ. মানুষ ৫. ক. ব্যাপক

পাঠ-২.৩ ঃ সমাজকল্যাণ ও মনোবিজ্ঞান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ মনোবিজ্ঞান কি তা বলতে পারবেন-

☞ মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজকল্যাণ ও মনোবিজ্ঞান

সমাজকল্যাণ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যার লক্ষ্য উন্নত জীবন অর্জনে মানুষকে সহায়তা করা। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণার্থে সমাজকল্যাণ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়িত করে। আর মানব কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করতে হলে সমাজকর্মীদের মানুষকে জানা খুবই প্রয়োজন। মানুষের চিন্তাধারা, তার আচরণ, কর্মপদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা থাকলে সমাজকর্মীদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন সহজ হয়ে যায়। আর মানুষকে জানার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞান হচ্ছে আচরণের বিজ্ঞান, অর্থাৎ এই বিজ্ঞান প্রাণী ও মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কি ধরনের আচরণ করে, কেন করে এবং ভবিষ্যতে কি ধরনের আচরণ করবে, তার আলোচনাই মনোবিজ্ঞান। মানুষের আবেগ, অনুভূতি, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা, হতাশা, উদ্যম প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

অন্যদিকে সমাজকল্যাণ কাজ করে মানুষকে উন্নত জীবন যাপনের সুবিধা দানের লক্ষ্যে। মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে, তার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা, তার বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার করা সমাজকল্যাণের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে মানুষের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সমাজকর্মীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে জানার প্রচেষ্টায় সমাজকর্মীরা সাফল্য লাভ করতে পারে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে এজন্যে বলা হয় সমাজকল্যাণ ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান।

সমাজকল্যাণ তার কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় ব্যক্তি ও তার পরিবেশকে। এজন্যে ব্যক্তির সমস্ত দিক, অর্থাৎ তার আবেগ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব ও আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে সমাজকর্মীদের জানা প্রয়োজন। অন্য দিকে পরিবেশের সমস্ত উপাদান সম্পর্কেও তাদের জানা প্রয়োজন; এক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান। কারণ মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির এসকল অনুভূতি এবং পরিবেশে ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করে।

মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষের আবেগ সম্পর্কে শুধু জানতেই সাহায্য করে না, বরং এসব আবেগের কারণে ভবিষ্যতে কি ধরনের আচরণ করবে মানুষ সে সম্পর্কেও আলোকপাত করে। সুতরাং নিয়ন্ত্রি *ত আবেগ ও আচরণের মাধ্যমে কিভাবে* ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করা যায় মনোবিজ্ঞান তা নিয়ন্ *ণ করে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।* এদিক থেকে মনোবিজ্ঞান সহায়তা করে সমাজকল্যাণকে। কারণ সমাজের সদস্যদের অভীষ্ট লক্ষ্য সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন হবে- সে বিষয়ে জানতে সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান। সমাজকল্যাণ চেষ্টা করে সমাজের স্বাভাবিক গতি ঠিক রাখতে। এ উদ্দেশ্যে সে মানুষের হতাশা দূর করে তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দানের মাধ্যমে সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলতে চেষ্টা করে। কারণ সমাজের সদস্যরা হতাশায় ভুগলে সমাজের স্বাভাবিক গতি ব্যহত হয়। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সমাজকল্যাণ বুঝতে চেষ্টা করে মানুষের মন মানসিকতা, তাদের আচরণ এবং তাদের আশা-আকা *খা ও হতাশা। সুতরাং সমাজকল্যাণ ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং* পরিপূরক।

মনোবিজ্ঞান শুধু মাত্র মানুষের মনমানসিকতা ও আচরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ মানব জীবনের সফল দিক নিয়েই আলোচনা কলে। অর্থাৎ সমাজকল্যাণের আওতা অনেক বেশী ব্যাপক। আবার মনোবিজ্ঞান মানবিক আচরণের মৌলিক বিজ্ঞান। যদিও সমাজকল্যাণ একটি সমন্বিত বিজ্ঞান, যা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যার সমাধান করে। অন্যদিকে মনোবিজ্ঞান মানুষের সমস্যা মোকাবিলা করে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে।

কিন্তু এরপরও বলা যায় দুইটি বিজ্ঞানই পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে পথ পরিক্রমা করে থাকে এবং কর্মক্ষেত্রে উভয় উভয়কে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় সাহায্য করে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। সামাজিক মানুষের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে সমাজকর্মীদেরকে মানুষের আচরণ,আবেগ,অনুভূতি ইত্যাদি জানতে হয়। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে সম্যক সহায়তাদান করে। এজন্যে বলা হয় যে, একজন সমাজকর্মীকে অবশ্যই মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করতে হয়। তবে মনোবিজ্ঞান হলো একটি আচরণ বিজ্ঞান আর সমাজকল্যাণ হলো সামাজিক বিজ্ঞান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সত্য/মিথ্যা নির্ণয় করুন -

১. মনোবিজ্ঞান হচ্ছে ব্যবহারিক সমাজবিজ্ঞান।

২. সমাজকল্যাণ মানুষকে উন্নত জীবন যাপনে সহায়তা করে।

৩. সমাজকল্যাণ চেষ্টা করে সমাজের স্বাভাবিক গতি ঠিক রাখতে।

৪. সমাজকল্যাণ ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়।

৫. সমাজকল্যাণ একটি সমন্বিত বিজ্ঞান।

উত্তরমালা -

১. মিথ্যা ২. সত্য ৩. সত্য ৪. মিথ্যা ৫. সত্য

শূন্যস্থান পূরণ করুন -

১. মনোবিজ্ঞানের সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক অত্যন্ত —।

২. সমাজকল্যাণ একটি — বিজ্ঞান।

৩. মানুষকে জানার ক্ষেত্রে — সাহায্য করে মনোবিজ্ঞান।

৪. সমাজকল্যাণ তার কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয় — ও তার — ।

৫. সমাজকল্যাণ ও মনোবিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের উপর —এবং —।

উত্তরমালা -

১. নিবিড়, ২. ব্যবহারিক, ৩. সমাজকর্মীদের, ৪. ব্যক্তি, পরিবেশকে, ৫. নির্ভরশীল, পরিপূরক।

পাঠ-২.৪ ঃ সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ অর্থনীতি কি তা বলতে পারবেন-

☞ অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি

অর্থনীতি হল ধন-সম্পদের বিজ্ঞান। উৎপাদন, ভোগ, বিনিময়, বন্টন সম্পর্কিত সমস্ত আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু। মানব জীবন ও সমাজ জীবনের একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পুরণের ক্ষেত্রে অর্থ ও সম্পদের ভূমিকাই মুখ্য জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, সম্পদের সাহায্যে অভাব মোচন সংক্রান্ত মানুষের সকল কার্যাবলীর সমষ্টিই হচ্ছে অর্থনীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সমাজের বাহ্যিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বন অর্জন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে অর্থনীতি। এজন্যে সম্পদ বিষয়ক মানবিক আচরণ নিয়ে যে শাস্ *আলোচনা করে তাই অর্থনীতি। অর্থনী*তির বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রের সকল সমস্যা ও সকল কার্যাবলী পর্যালোচনা করা অর্থনীতির আওতাভূক্ত।

সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে এদুইটি বিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত সমাজকল্যাণ একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান, যা মানুষকে একটি সন্তোষজনক জীবনমান অর্জনে এবং সামগ্রিক উন্নতি লাভে সহায়তা করে। সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করে একটি সুখী ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলাই সমাজ কল্যাণের লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণকে সহায়তা করে অর্থনীতি। কারণ অর্থনৈতিক সাফল্য ব্যতীত মানুষের পক্ষে এই কাঙ্খিত জীবন মান অর্জন করা সম্ভব নয়।

দেখা যাচেছ যে, সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি উভয়েরই লক্ষ্য এক। নিজস্ব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবন অর্জন করা। ব্যবহারের উপায় সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা দেয় অর্থনীতি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে ধারণা প্রয়োগ করে সাফল্য লাভের প্রচেষ্টা চালায় সমাজকল্যাণ।

মৌলিক মানবিক চাহিদা পুরণ এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি পাশাপাশি কাজ করে থাকে। মানুষের মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয় এবং মানব জীবনে হতাশা দেখা দেয়। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হল এইসব মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথ নির্দেশ করে মানুষকে উন্নত জীবনের পথে এগিয়ে নেয়া। আর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ ছাড়া এসব চাহিদা পূরণ সম্ভব না। এদিক থেকে সমাজকল্যাণ চেষ্টা করে থাকে বেকারত্ব দূর করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্ম-সংস্থানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমাজকল্যাণ। যদিও বেকারদের কর্মসংস্থান অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

সামাজিক সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধান সমাজকল্যাণের প্রধান লক্ষ্য। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ সীমিত সম্পদ সম্পদের অসম বন্টন, সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহার প্রভৃতি কারণে এসব দেশে সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতীত এ সমস্যাগুলোর অনুধাবন, বিশ্লেষণ বা সমাধানের প্রচেষ্টা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও নিরক্ষতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি বিষয়গুলো সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাঁধা গ্রস্থ করে। সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মাধ্যমে কাজ করে একদিকে সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে পারে, অন্যদিকে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যারও সমাধান করতে পারে। এজন্যেই ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ পিগু বলেছেন, কল্যাণমুলক অর্থনীতি সমাজকল্যাণকে তার সাথে একই সুত্রে আবদ্ধ করেছে। অর্থাৎ অর্থনীতি ও সমাজকল্যাণ একই সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করলে যে কোন সমাজ ও তার সদস্যদের জীবনের মান উন্নত হবে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতির মধ্যে মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতির আলোচনা মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যেই সীমিত। এটি একটি তত্ত্বগত জ্ঞান। তত্ত্ব প্রয়োগের পথ নির্দেশ করতে পারে অর্থনীতি, কিন্তু প্রয়োগ করতে পারে না। অন্য দিকে অর্থনৈতিক বিষয়াদিসহ মানব জীবনের সকল দিকই সমাজকল্যাণের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ অর্থনীতি অপেক্ষা সমাজকল্যাণের আওতা অনেক বেশী ব্যাপক।

সার-সংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ ও অর্থনীতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দু'টি সামাজিক বিজ্ঞান। ব্যক্তি,দল ও সমষ্টির সত্যিকার কল্যাণ বিধানে সমাজকর্মীরা অর্থনীতির জ্ঞানকে কাজে লাগায়। অর্থনীতি মানুষের অভাব ও অভাব পূরণের লক্ষ্যে উপস্থিত সম্পদ নিয়ে আলোচনা করে। আর সমাজকল্যাণ এ জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে। আবার কল্যাণ অর্থনীতির ধারণা একে সমাজকল্যাণের সাথে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.৪

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান যা আলোচনা করে —
   ক. সমাজ মানুষের খ. ধন-সম্পদের গ. আচরণের

২. "সম্পদের সাহায্যে অভাব মোচন সংক্রান্ত মানুষের সকল কার্যাবলীর সমষ্টিই হচ্ছে অর্থনীতি।" উক্তিটি কার
   ক. জন ষ্টুয়ার্ট মিল খ. ম্যালথাস গ. ফিশার

৩. ব্যবহারের উপায় সম্পর্কে অর্থনীতি আলোচনা করে -
   ক. ব্যবহারিক খ. তাত্ত্বিক গ. ক ও খ উভয়ই

৪. "কল্যাণমূলক অর্থনীতি সমাজকল্যাণকে তার সাথে একই সূত্রে আবদ্ধ করেছে।" - উক্তিটি কার?
   ক. অর্থনীতিবিদ পিগু খ. অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য গ. অধ্যাপক মার্শাল

৫. অধ্যাপক পিগু কোন ধরণের অর্থনীতিবিদ-
   ক. নন-ক্লাসিক্যাল খ. প্রাচীন গ. ক্লাসিক্যাল

উত্তরমালা

১. খ. ধন-সম্পদের, ২. ক. জন ষ্টুয়ার্ট মিল, ৩. খ. তাত্ত্বিক, ৪. ক. অর্থনীতিবিদ পিগু, ৫. গ. ক্লাসিক্যাল।

পাঠ-২.৫ ঃ সমাজকল্যাণ ও পৌরনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ পৌরনীতি কি তা বলতে পারবেন-

☞ পৌরনীতির সাথে সমাজকল্যাণের সম্পর্ক সমন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমাজকল্যাণ ও পৌরনীতি

পৌরনীতি হল নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নাগরিক জীবন সংশ্লিষ্ট সব দিক নিয়ে পৌরনীতি অনুশীলন করে। তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে যেমন, পৌরনীতি আলোচনা করে; তেমনি নাগরিকের স্থানীয় রূপ, জাতীয় ক্ষেত্রে তার ভূমিকা বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার অবস্থান নিয়েও পৌরনীতি আলোচনা করে। নাগরিকের সামাজিক; রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জীবন পৌরনীতির আওতাভূক্ত। নাগরিকের অধিকারও কর্তব্য, তার কার্যাবলী, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে তার ভূমিকা প্রভৃতি নিয়েও পৌরনীতি আলোচনা করে। অর্থাৎ সামাজিক বিজ্ঞানের সেই শাখা যা রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাদের কার্যক্রম, আদর্শ নাগরিকের গুণাবলী প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা হল পৌরনীতি।

পৌরনীতি ও সমাজকল্যণের মধ্যে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যামন। উভয়েরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। যেসব আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাদের কাজের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক চাহিদাসমূহ পূরণ করে, পৌরনীতি সেসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করে। আর সমাজকল্যাণ এসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, এদের মাধ্যমে মানুষের বিভিন্নমুখী চাহিদা পূরণের চেষ্টা চালায় এবং বিশেষতঃ নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে পৌরনীতির জ্ঞান সমাজকল্যাণকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে।

সংবিধানে প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ থাকে। রাষ্ট্র লিপিবদ্ধ এইসব নিয়মকানুন মোতাবেক পরিচালিত হয়। এছাড়াও সংবিধানে লিখিত বিবরণ থাকে। পৌরনীতি এ সকল বিষয়ে এ সব নাগরিকদের সচেতন করে তোলে, যাতে করে মানুষ তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বিকশিত করে সুস্থ-সুন্দর জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে। সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও একই। অর্থাৎ মানুষ যেন তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বিকশিত করে জীবন চলার পথের সকল বাঁধা দূর করতে পারে এবং উন্নত জীবনের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারে। এদিক দিয়ে সমাজকল্যাণ ও পৌরনীতির মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যামন।

বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। অতীতে ব্যক্তি; পরিবার বা সমাজ যে সব দায়িত্বগুলো পালন করতো, বর্তমানে তার অধিকাংশই রাষ্ট্র পালন করে থাকে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে। সমাজের শান্তি-শৃ *খলা ও সংহতি বজায়* রাখে, সমজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তার বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। শিক্ষা বিস্তার, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিশু-মহিলা-বেকার-প্রবীণ প্রত্যেকের কল্যাণ প্রভৃতি কাজও রাষ্ট্রই পরিচালনা করে থাকে। রাষ্ট্রের এসব দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে পৌরনীতি। আর একই ধরনের কাজ যেহেতু সমাজকল্যাণেরও আওতাভূক্ত, তাই রাষ্ট্রের নিয়মনীতির আওতায় থেকে, তার দিক নির্দেশনায় সমাজকল্যাণ এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

সমাজের শান্তি-শৃংখলা, সম্প্রীতি, সংহতি-ঐক্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্যে সমাজে আইনের শাসন অপরিহার্য। কারণ আইনের শাসন না থাকলে সামাজিক শৃং *খলা বিনষ্ট হয় এবং অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়। আর* আইনের শাসনের সুফল সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে এবং পথনির্দেশ করে পৌরনীতি। অন্যদিকে সমাজকল্যাণও একই উদ্দেশ্যে কাজ করে, কারণ আইনের শাসন না থাকলে সমাজকল্যাণের পক্ষে সুস্থ্য সুন্দর সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করার সম্ভব হয় না।

কারণ সমাজকল্যাণ সমস্যা ও বিশৃঙ্খলার উৎস অনুসন্ধান করে সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এদিক থেকে সমাজকল্যাণ ও পৌরনীতি উভয়ে উভয়ের সহায়ক ও পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

পৌরনীতি একটি মৌলিক সামাজিক বিজ্ঞান। পৌরনীতি নাগরিক ও নাগরিকতা নিয়ে গভীর আলোচনা করে এবং নাগরিকের জীবনধারা উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পথ নির্দেশ দান করে। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ একটি সমন্বিত ব্যবহারিক বিজ্ঞান। মানুষের জীবনের সামগ্রিক দিক এর আলোচ্য বিষয় শুধু আলোচনাই নয়, মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণের প্রায়োগিক দিকও আছে। এদিক থেকে পৌরনীতির সাথে সমাজকল্যাণের পার্থক্য রয়েছে। একটি তাত্ত্বিক সামাজিক বিজ্ঞান, অন্যটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান।

তারপরও বলা যায় যে, যে মানুষের কল্যাণে সমাজকল্যাণ কাজ করে তারা রাষ্ট্রেরই নাগরিক। আর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা ছাড়া সমাজ কল্যাণের পক্ষে মানুষের কল্যাণ করা সম্ভব নয় তাই কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যামন।

সার-সংক্ষেপ

সমাজকল্যাণের সাথে পৌরনীতির একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পৌরনীতি একটি নাগরিকতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আর সমাজকল্যাণ নাগরিকদের ব্যক্তিগত, দলীয় এবং সমষ্টিগত কল্যাণ বিধানে কাজ করে। এজন্যে প্রতিজন সমাজকর্মীকে পৌরনীতির জ্ঞান লাভ করতে হয়। এরা উভয়ই সামাজিক বিজ্ঞান; তবে পৌরনীতি তাত্ত্বিক এবং সমাজকল্যাণ প্রায়োগিক। তবে এদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. পৌরনীতি হলো —— বিষয়ক বিজ্ঞান।

২. সমাজকল্যাণ ও পৌরনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য —— ও ——।

৩. —— প্রতিটি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা লিপিবদ্ধ থাকে।

৪. সংবিধানে —— বিবরণ থাকে।

৫. রাষ্ট্র —— প্রণয়ন করে।

৬. পৌরনীতি একটি —— সামাজিক বিজ্ঞান।

উত্তরমালা

১. নাগরিকতা ২. এক, অভিন্ন ৩. সংবিধানে ৪. লিখিত ৫. আইন ৬. মৌলিক

পাঠ-২.৬ ঃ সমাজ কল্যাণে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ সমাজকল্যাণে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সমাজকল্যাণে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব

সমাজ ও সামাজিক মানুষের আচরণ ও কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের যে সব শাখা গড়ে উঠেছে, তাদের একত্রিত রূপকে বলে সামাজিক বিজ্ঞান। মানব জীবন একেকটি দিককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একেটি বিজ্ঞান। প্রতিটি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ভিন্ন। সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করে সমাজকে নিয়ে- সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ তার আলোচনার কেন্দ্র। নৃ-বিজ্ঞান আলোচনা করে ব্যক্তি মানুষকে নিয়ে। মানুষের বিবর্তন, তার অতীত-বর্তমান প্রভৃতি নৃ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। মনোবিজ্ঞানে আলোচিত হয় মানুষের আচরণ, তার মন-মানসিকতা এবং প্রাসংগিক বিষয়টি। অর্থনীতিতে আলোচিত হয় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। মানব জীবনকে উন্নতির শীর্ষে নিয়ে যেতে সম্পদ ওতার ব্যবহারের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি জানা খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মানুষকে সাহায্য করে অর্থনীতি। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের কি করা দরকার, কিভাবে সে সুশৃ *খল জীবন যাপন করতে পারে সে*দিকে আলোকপাত করে পৌরনীতি এভাবে সমাজরে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ কখন কি আচরণ করবে তা বলে দেয় বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান। এই দিক নির্দেশিত এই পথে চললে মানুষ অবশ্যই উন্নত জীবন লাভে সমর্থ হবে্ সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞানগুলো সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষের কল্যাণের জন্যই সর্বদা সচেষ্টা থাকে *এবং* পথ নির্দেশ করতে থাকে।

সমাজকল্যাণ একটি ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান। মানব জীবনের সামগ্রিক দিক নিয়ে আলোচনা এর আওতাভূক্ত। তবে সমাকল্যাণ তাত্ত্বিক বিজ্ঞান নয়; অর্থাৎ শুধমাত্র আলোচনা করে না এই বিজ্ঞান- প্রয়োগও করে। মানুষের বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে সমাজকল্যাণ। কারণ এর লক্ষ্যই হল মানব সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা। আর মানুষের জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান করতে হলে সমাজকল্যাণকে জানতে হয় মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে। এজন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাকে আহরণ করতে হয় অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে। তাই সমাজকল্যাণকে বলা হয় সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান, কোন মৌলিক বিজ্ঞান নয়।

অন্যদিকে মানব জীবন একটি যৌগিক সত্ত্বা। এর বিভিন্ন দিক পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান সেগুলো মানব জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পরিচয় থাকলেও এই বিজ্ঞানগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং লক্ষ্যও অভিন্ন অর্থাৎ মানবের সর্বাধিক কল্যাণ।

সমাজকল্যাণে এসব সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ সমাজকল্যাণের জ্ঞানভান্ডারের অধিকাংশই গড়ে উঠেছে অন্যান্য বিজ্ঞানের সাহায্যে। সমাজকল্যাণ অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরণ করে এবং মানব কল্যাণের লক্ষ্যে সেই জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। মানব জীবনের সামগ্রিক দিকের কল্যাণ সাধন করতে চায় সমাজকল্যাণ, সেজন্যে সামাজিক বিজ্ঞানের সকল শাখার জ্ঞানেরই তার প্রয়োজন আছে। এজন্যেই অধ্যাপক ফ্রীডল্যান্ডার বলেছেন যে, সমাজকল্যাণ তার জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃ-তত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস ও দর্শনশাস্ *থে*কে আহরণ করে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে একটি নিজস্ব বিজ্ঞান গড়ে তুলেছে। আর অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সমাজ কল্যাণের মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। এই পার্থক্য হল সমাজকল্যাণ বাস্তব পরিস্থিত মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ অনুশীলন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছে যে তত্ত্বের সাহায্যে সমাজকল্যাণ তার আহরিত জ্ঞানকে বাস্ত বক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে।

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে, সমাজকল্যাণ যেহেতু অন্যান্য বিজ্ঞানের শাখা থেকে জ্ঞান আহরণ করেছে, সেহেতু তাদের সাথে সমাজকল্যাণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যামন। এই সম্পর্ক পারস্পারিক নির্ভরশীলতার ও পারস্পারিক সহযোগিতার। সুতরাং সমাকল্যাণে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

সার-সংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ আসলে একটি যৌগিক সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আচরণগত, নৃ-তাত্ত্বিক ইত্যাদি বহু বিষয়ে সমাজকর্মীদেরকে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হয়। কর্মক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজকর্মীকে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.৬

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দাও

১. সমাজ ও সামাজিক মানুষের আচরণ ও কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে —
   ক. সামাজিক কর্মকান্ড খ. সামাজিক আচরণ গ. সামাজিক বিজ্ঞান

২. প্রতিটি বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু -
   ক. একই ধরণের খ. ভিন্ন গ. পার্থক্য নয়

৩. মানুষের বিবর্তন, তার অতীত-বর্তমান প্রভৃতি আলোচ্য বিষয় -
   ক. নৃ-বিজ্ঞানের খ. দর্শনের গ. সমাজকর্মের

৪. সমাজকল্যাণের লক্ষ্য হলো মানুষের -
   ক. এককেন্দ্রিক কল্যাণ খ. সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ গ. কোন বিশেষ গোষ্ঠীর কল্যাণ

৫. সমাজকল্যাণকে বলা হয় -
   ক. মৌলিক বিজ্ঞান খ. সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান গ. সামাজিক বিজ্ঞান

৬. সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব -
   ক. অপরিসীম খ. সীমিত গ. কোনটাই নয়।

উত্তরমালা

১. গ. সামাজিক বিজ্ঞান ২. খ. ভিন্ন ৩. ক. নৃ-বিজ্ঞানের ৪. খ. সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ
৫. খ. সমন্বিত সামাজিক বিজ্ঞান ৬. ক. অপরিসীম

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সমাজকল্যাণের সাথে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২। সমাজকল্যাণের সাথে নৃ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৩। সমাজকল্যাণের সাথে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যাকর।
৪। সমাজকল্যাণের সাথে পৌরনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৫। সমাজকল্যাণে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্ব নিরূপন কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১। সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে?
২। নৃ-বিজ্ঞান কী?
৩। মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝ?
৪। অর্থনীতি কাকে বলে?
৫। পৌরনীতি কী?